মেহেরপুুুুুুুুুর ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৫

মেহেরপুর সদর থানা ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ৫ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ২ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি রয়েছে।

শনিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে দুই থানা পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামিদের গ্রেফতার করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের টিম অভিযানে অংশ নেন।
সংশ্লিষ্ট দুটি থানার জরুরী বিভাগ এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃতদের আজ রবিবার (২৫ জুন) সকালের দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

মেহেরপুরে র্যাবের অভিযানে সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ এক ব্যক্তি আটক

সোয়া ৭ কেজি গাঁজাসহ মোঃ মারফত মন্ডল(৪০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) একটি টিম।

আটক মো: মারফত মন্ডল গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার মৃত এমাজ উদ্দীনের ছেলে।
র্যাব-১২, সিপিসি-মেহেরপুর ক্যাম্পের কমান্ডার, সিনিয়র সহকারী

পুলিশ সুপার মোঃ গোলাম ফারুক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ রবিবার (২৫ জুন) সকাল ১০ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-মেহেরপুর, ক্যাম্পের একটি দল গাংনী পৌরসভার ০৬ নং ওয়ার্ড ঈদগাহপাড়া কাঁচাবাজার সংলগ্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ তাকে আটক করেন। এ সময় তার কাছ থেকে মাদক-ক্রয় বিক্রির কাজে ব্যবহৃত ১টি ব্যাটারী চালিত ভ্যান, চপ২’.১টি মোবাইল ফোন এবং নগদ এক হাজার ছয়’শ টাকা জব্দ করা হয়েছে।

এঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে আসামিকে গাংনী থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার নাস্তিপুর গ্রামে শিশু ধর্ষণ মামলার আসামী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামস্থ আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকনের বসতঘরের শয়ন কক্ষে ছয় বছরের শিশুকে কৌশলে ডেকে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনার বিষয়ে তার পরিবারকে জানালে আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। ঘটনার বিষয়ে ভিকটিমের পিতা বাদী হয়ে দর্শনা থানার মামলা নং-১৯, ২৬শে জুন ধারা- ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধীত ২০০৩) এর ৯(১) রুজু করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের দিকনির্দেশনায় দামুড়হুদা সার্কেল এএসপি জাকিয়া সুলতানার সহযোগিতায় এবং অফিসার ইনচার্জ মোঃ ফেরদৌস ওয়াহিদ ও পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) এস. এম. আমান উল্লাহর নেতৃত্বে ধর্ষণ মামলার রহস্য উদঘাটন ও আসামী গ্রেফতারের লক্ষ্যে দর্শনা থানা এবং চুয়াডাঙ্গা ডিবি পুলিশের একাধিক টিম তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামে।

মামলা রুজুর ২৪ ঘন্টা পার হতেই দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান পরিচালনা করে ঘটনার বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকতা ও স্বাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে এবং তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় ঘটনার সাথে জড়িত আসামী মোঃ তানভির হোসেন কাকন (২১)-কে ঝিনাইদহ জেলার ঝিনাইদহ বাস টার্মিনাল হতে শনিবার সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে ধর্ষনের কথা প্রাথমিকভাবে স্বীকার করে।

আসামী ঘটনার দিন ২২শে জুন বেলা বারোটার সময় ছয় বছরের শিশু ভিকটিমকে মোবাইলে গেমস্ দেখানোর নাম করে আসামীর বসতঘরের শয়ন কক্ষে নিয়ে ঘরের ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে শনিবার সকাল দশ টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন এই সকল তথ্য নিশ্চিত করেন ।

শুধুমাত্র অটোবাইক ছিনতাইয়ের কারনে নৃশংস খুন হতে পারে না

শুধুমাত্র অটোবাইক ছিনতাইয়ের কারনে নৃশংস খুন হতে পারে না। এই ঘটনার আড়ালে কিংবা অদৃশ্য শক্তি কারা, তা খুঁজে বের করতে হবে।কি এমন ঘটেছিল যে তাকে এভাবে নির্মমভাবে খুন করতে হয়েছে? সার্বিক বিষয় নিয়ে আমাদের মুল সন্দেহ হোটেল মালিক। হোটেল মালিকের কারণেই এই হত্যাকান্ড। সে যদি নির্দোষ হয় তাহলে তার হোটেলে কেনো এই নির্মম হত্যাকান্ড ঘটলো। আটকদের রিমান্ডে নিয়ে এসে শক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। এই ঘটনার নেপথ্যে কারা আছে, অদৃশ্য শক্তি কারা আছে বিষয়গুলো তদন্তের মাধ্যমে বের হবে। রিমান্ডে নিয়ে প্রকৃত যারা দোষী তাদের সনাক্ত করে এই হত্যাকান্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের ফাঁসি দিতে হবে। আমরা সঠিক তদন্ত দেখতে চাই, সঠিক বিচার চাই। দোষীদের সর্ব্বোচ্চ শাস্তি চাই। নিহত আব্দুর রহমান হত্যাকান্ডের সঠিক বিচার ও আসামিদের রিমান্ডে এনে প্রকৃত দোষীদের খুজে বের করার দাবীতে সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা বলেন

নিহত আব্দুর রহমানের ভাগ্নে মো:সাইদুর রহমান।

আজ শনিবার (২৪ জুন) সকালের দিকে মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবে নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এসব দাবী করেন তারা।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, অপর ভাগ্নে আনোয়ার হোসেন, ভাই মজিবর রহমান, তার স্ত্রী রেহেনা খাতুন, বোন নুরজাহান খাতুন, মেয়ে রিনা খাতুন, মেহেরপুর ইজিবাইক চালক ও মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মফলেউর রহমান।
মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিনসহ প্রেসক্লাবের অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, মেহেরপুরে হোটেল ইজাজ প্লাজা নামের অনুমোদনহীন একটি আবাসিক হোটেল থেকে অটোচালক আব্দুর রহমান (৫৫) এর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। গলাকাটা মরদেহটি অর্ধগলিত ছিল।

আব্দুর রহমান মেহেরপুর সদর উপজেলার ভারতীয় সীমান্তবর্তী শোলমারী গ্রামের আব্দুর রহিমের ছেলে। তিনি পেশায় ব্যাটারিচালিত ইজিবাইকের চালক।

এঘটনায় ওই দিনই হোটেল ইজাজ প্লাজার মালিক ঝন্টু মিয়াকে আটক করেন। এর একদিন পরে ১২ জুন জুন ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাার বুদরাজপুর গ্রামের দীনবন্ধু বিশ্বাসের ছেলে বিপ্লব কুমার বিশ্বাস ও একই উপজেলার গোপালপুর গ্রামের মজদেত আলীর ছেলে রাজু শেখকে গ্রেফতার করা হয় ও ছিনতাইকৃত ইজিবাইকি উদ্ধার করা হয়। এরপর ২০ জুন বিকালে মেহেরপুর শহরের কলেজগেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি সদর উপজেলার উজুলপুর গ্রামের আলমগীর বাদশার ছেলে নাহিদ হোসেনকে গ্রেফতার করেন। এসময় হত্যার কাজে ব্যবহৃত চাকুটিও উদ্ধার করা হয়।

এর তিনদিন ৮ জুন রাতে নাহিদ চুয়াডাঙ্গা যাওয়ার নাম করে আব্দুর রহমানকে বাড়ি থেকে অটোবাইক সহ নিয়ে আসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হন আব্দুর রহমান।

ঝিনাইদহে শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহে চাঞ্চল্যকর চার বছরের শিশু ধর্ষণ চেষ্টা মামলার আসামি মোঃ সাহেব আলী (৫০) কে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

আজ বৃহস্পতিবার র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, শিশু ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামী ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার পোড়াহাটি বাজার এলাকায় আত্মগোপন করে আছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে আভিযানিক দলটি রাত সাড়ে ১২টার দিকে উক্ত বাজার এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে মামলার প্রধান পলাতক আসামী মোঃ সাহেব আলী (৫০)কে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃত আসামী প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে উক্ত ঘটনার সাথে তার সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন।

উল্লেখ, গত ২১ জুন ২০২৩ ইং তারিখ শিশুটি বাড়ীর পাশে খেলা করা অবস্থায় মিষ্টি খেতে দেওয়ার কথা বলে আসামী নিজের ফাঁকা বসত বাড়ীতে ডেকে নেয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজ বসত ঘরের মধ্যে নিয়ে শিশু ভিকটিমকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। অতপর ভিকটিমের ডাক চিৎকারে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এলে ধৃত আসামী দরজা খুলে পালিয়ে যায়।

বিষয়টি নিয়ে শিশুটির পিতা বাদী হয়ে ঝিনাইদহ সদর থানায় একটি ধর্ষণ মামলা দায়ের করে। ঘটনাটি জানতে পেরে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল ছায়া তদন্ত শুরু করে এবং ধর্ষককারীকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রাখে।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীকে ঝিনাইদহ জেলার সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মুজিবনগরকে মাদক মুক্ত করতে থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযান

“মাদককে না বলি মাদক মুক্ত সমাজ গড়ি” ঐতিহাসিক মুজিবনগর উপজেলা কে মাদকমুক্ত করতে থানা পুলিশ মাদকবিরোধী সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর থানা চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা এর নির্দেশে এবং মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেলের তত্ত্বাবধায়ানে এক ঝাঁক পুলিশ সদস্যদের নিয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এই সর্বাত্মক অভিযান শুরু করে।

মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি মেহেদী রাসেল জানান, মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের জিরো টলারেন্স, মাদকসেবী ও মাদক ব্যবসায়ীদের কোন ছাড় নাই। যুব সমাজকে একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার প্রত্যয়ে মুজিবনগর উপজেলা কে মাদক মুক্ত করতে মাদকসেবী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই সর্বাত্মক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান গাঁজাসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযান গাঁজাসহ আকাশ(২২) নামের একজনকে আটক করা হয়েছে।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতে আকাশ হোসেন (২২) নামের এই মাদক কারবারিকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ২ কেজি গাঁজাসহ আটকের পর চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এ সাজা দেন৷ সাজাপ্রাপ্ত আকাশ হোসেন চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়ার বঙ্গজ পাড়া গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শামীম ভুইয়ার নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিদর্শক আকবর হোসেন ও সাহারা ইয়াসমিন সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আকাশ হোসেনের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২ কেজি গাঁজাসহ তাকে আটক করে।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়া ভ্রাম্যমাণ আদালতে আকাশ হোসেনকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও নগদ ১শ’ টাকা জরিমানা করেন।সাজাপ্রাপ্ত আকাশ হোসেনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করলেন পুলিশ সুপার রাফিউল

মেহেরপুর থানা বার্ষিক পরিদর্শন করেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, পিপিএম-সেবা। গতকাল বুধবার বিকালের দিকে মেহেরপুর সদর থানায় সরাসরি উপস্থিত হয়ে থানার বিভিন্ন বিষয় খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শনকালে থানার গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি, অপমৃত্যু মামলা নিষ্পত্তি, ওয়ারেন্ট তামিল ও নন-এফআইআর প্রসিকিউশন দাখিলে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনবান্ধন পুলিশী কর্মকাণ্ডের প্রতিচ্ছবিস্বরূপ নিয়মিত কমিউনিটি পুলিশিং মতবিনিময় সভা, ওপেন হাউজ ডে সভা এবং বিট পুলিশিং সচেতনতামূলক সভা/উঠান বৈঠকের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ)

কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল), আজমল হোসেন, শিক্ষানবিশ সহকারী পুলিশ সুপার এমদাদ হোসেন বিপুল ও সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও থানার অফিসার ও ফোর্স।

মেহেরপুরে দুটি প্রতিষ্ঠানকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা

অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি, মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি, নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে দুটি দোকানো ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার দীঘিরপাড় ও ঝাউবাড়িয়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। এসময় তার সাথে ছিলেন, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: জিবরাইল হোসেন ও স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মো: তারিকুল ইসলাম এবং মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহমেদ বলেন, মেয়াদ উত্তীর্ণ অনেক পণ্য ফ্রিজে ও র্যাকে সংরক্ষণ করে বিক্রি অননুমোদিত নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৫১ ধারায় দীঘিরপাড় এলাকার মেসার্স সেলিম স্টোরকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া অননুমোদিত নকল ডিটারজেন্ট তৈরি ও বিক্রি এবং প্রস্তুতকৃত দইয়ে যথাযথভাবে মেয়াদ মুল্য না থাকা ও বিক্রির অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ সালের ৩৭ ও ৫০ ধারায় ২০ হাজার টাকা

জরিমানা করা হয়।

ভোক্তা অধিকার বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয়। এছাড়া ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর থানার সান্ধ্যকালিন অভিযান, পাল্টে যাচ্ছে দৃশ্যপট

এক সময় মাদক স্পটে বা বাড়িতে বিক্রি হতো। এখন তা যেন অনেকটা পাল্টে যাচ্ছে। পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে কৌশল পাল্টাচ্ছেন মাদক ব্যবসায়ীরা। দিন দিন মাদক বিক্রিতে নতুন নতুন ধরন তারা অবলম্বন করছে। স্পটে বিক্রির পাশাপাশি কৌশলে চলছে চায়ের দোকানে মাদক বিক্রি। কেউ কেউ মুঠোফোনে কল দিলে ইজিবাইক ও মোটরসাইকেল যোগেও পৌঁছে দিচ্ছে ক্রেতাদের কাছে। এমন দৃশ্য মেহেরপুর শহর, গাংনী ও মুজিবনগরের সীমান্তের মাদক স্পটগুলোতে।

এদিকে পৌর শহরের বিভিন্ন এলাকার দোকানে দোকানে মাদক বিক্রি চলছে। মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করলে এসবের সন্ধান পাওয়া যায়। বুধবার সন্ধ্যায় হঠাৎ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ হানা দেয় বিভিন্ন মাদক স্পট ও চায়ের দোকানগুলিতে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একাধিক টিম বিভিন্ন চায়ের দোকান ও মাদক স্পটে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ইতোমধ্যে ২৫/৩০ জন মাদক সেবি ও মাদক কারবারী আটক হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকজনকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে বিভিন্ন মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। কিছু মাদক কারবারী ও সেবিকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যার পর থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত এই

অভিযান চলবে। চায়ের দোকানগুলোতে কোনো ছাত্র ও যুবকদের পেলে আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অভিযানে সতর্ক করা হয় সংশ্লিষ্ট চা দোকানীদের।

সাইফুল ইসলাম আরও জানান, মাদকসেবীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং অভিযানকালে মাদকসেবীদের সনাক্ত করতে তাৎক্ষণিক ডোপ টেষ্টের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পাশাপাশি স্থানীয় চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইনশৃংখলাবাহিনীর জোরদার অভিযানও অব্যাহত থাকবে।